ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৮৬৩
আগরতলা, ৪ জুন, ২০১৮

পরিবহণ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী
১০০ দিনের পরিকল্পনার মধ্যেই আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস রেল চালুর উদ্যোগ নিতে হবে

কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রক আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস রেল পরিষেবা চালুর জন্য ট্রেন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এখন সেটি চালু করার ব্যাপারে রেল মন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে। ১০০ দিনের পরিকল্পনার মধ্যেই আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস রেল পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। আজ মহাকরণের ১নং কনফারেন্স হলে পরিবহণ দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, হামসফর এক্সপ্রেসের মতো ত্রিপুরাসুন্দরী ও রাজধানী এক্সপ্রেসেও নতুন কোচ দেওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সভায় জানান, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস বর্তমানে আগরতলা স্টেশন থেকে চলাচল করছে। জনগণ দাবি করছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে উদয়পুর থেকে চলাচল করার জন্য। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের নিকট প্রস্তাব পাঠানোর জন্য পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও উদয়পুর-আগরতলার যাত্রী ট্রেনের উদয়পুরের যাত্রীদের সুবিধার্থে উদয়পুর স্টেশন থেকে রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত বাস পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে পরিবহণ দপ্তরকে উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব সভায় জানান, দপ্তর ১০০ দিনের পরিকল্পনায় জিরানীয়ার মাধববাড়িতে ইন্টার স্টেট ট্রাক টার্মিনাসে ইন্টারন্যাল ড্রেনেজ সিস্টেম আপগ্রেডেশন করার কাজ শুরু করেছে। উদয়পুর রাজারবাগ মোটরস্ট্যান্ডের কাজের টেন্ডার কল করা হয়েছে। কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব জানান, আগরতলা বিমানবন্দরকে আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। রাজ্য সরকার জমি অধিগ্রহণের জন্য ৩৮ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়া বোর্ড এই প্রকল্পের জন্য ৪৩৮ কোটি টাকা মঞ্জুরী দিয়েছে। এই প্রকল্পের কাজ ২০১৯ সালের আগস্টের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে তিনি জানান। কাজটি রূপায়ণের ক্ষেত্রে পরিবহণ দপ্তর যাতে যথাযথভাবে তদারকি করে তার জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব জানান, রাজ্যে বর্তমানে যানবাহনের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৩১টি। ২০১৭-১৮ সালে রাজস্ব আদায় হয়েছে ৫৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ১৫ হাজার ৬৫৭ টাকা।

***২-এর পাতায়

তিনি আরও জানান, ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণ নিগম রাজ্যের বিভিন্ন রুটে ১৮টি বাস পরিষেবা দিচ্ছে। এছাড়াও ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের অধীনে রাজ্যের ২৪টি রুটে ১১৯টি বাস চালু রয়েছে। বাকি রুটগুলিতে বাস পরিষেবা চালু করার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব জানান, রাজ্যের বিভিন্ন এক্সপ্রেস ট্রেনগুলিতে আরও এ সি কামরার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ সি কামরাগুলিতে ত্রিপুরার জন্য কতগুলি কোটা রয়েছে তা জেনে নিয়ে সেগুলি পূরণ হয় কিনা তা দেখতে হবে। যদি দেখা যায় ত্রিপুরার জন্য যে কোটা রয়েছে তা পূরণ হয়ে গেছে এবং আরও প্রয়োজন আছে তাহলে কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রকের নিকট চিঠি লিখে জানাতে হবে। টিকিট কাউন্টার থেকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটা রিপোর্ট তৈরী করতে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পরিবহণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ধর্মনগর থেকে বিলোনীয়া ভায়া কৈলাসহর, কমলপুর, খোয়াই, মোহনপুর, সোনামুড়া, কাঁঠালিয়া, রাজনগর পর্যন্ত রেল সংযোগের সার্ভে করার জন্য রেল মন্ত্রকের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে বলে জানান। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ধর্মনগর থেকে বিলোনীয়া পর্যন্ত রেলপথকে ডাবল ট্র্যাক করতে হবে। এতে ত্রিপুরার উন্নয়নে আরও সুবিধা হবে। এই রেলপথটি ত্রিপুরার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। এটা গুরুত্ব সহকারে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজধানী এক্সপ্রেসের ন্যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা ও ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেসের মতো দূরপাল্লার ট্রেনগুলিতে পেনট্রিকার রাখার জন্য কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর নিকট প্রস্তাব পাঠাতে হবে। এছাড়া, আগরতলা আখাউড়া রেলপথ নির্মাণের যে কাজ চলছে তা তদারকি করার জন্য পরিবহণ দপ্তরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও, আগরতলা এয়ারপোর্ট এবং আগরতলা রেল স্টেশনে প্রি-পেইড অটো এবং ট্যাক্সি পরিষেবা চালুর ব্যাপারেও আজকের সভায় সিদ্ধান্ত হয়।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, মুখ্যমন্ত্রীর উপদেষ্টা ভাই বিজয় সিব্বার, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব কুমার অলক এবং পরিবহণ দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

*****